R. N. No. 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

এস, কে, রায় হার্ডওয়্যার স্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ
ইলেকট্রিক সরঞ্জাম সিমেন্ট রং
ফ্যান ল্যাম্প মেসিন-পার্টস

৬২শ বর্ষ
৪৫শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ১লা বৈশাখ, বুধবার, ১৩৮৩ সাল।
১৪ই এপ্রিল, ১৯৭৬ সাল।

নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৬৲, সডাক ৭৲

পণের গন্ধে বরের বাড়ি

নিজস্ব সংবাদদাতা, সাগরদীঘি : নিমন্ত্রিত অতিথির পরিচয়ে সাদা পোশাকের এনফোরসমেন্ট পুলিশ অফিসার যখন পাত্রের কাকার কাছ থেকে পণ নেওয়ার কথা সব জেনে গেলেন তখন কিন্তু বিয়ের কাজ সব চুকে গিয়েছে। আসলে তিনি জানতেন না যে, মুসলিম সমাজে দিনে বিয়ের প্রচলন আছে। তাই এসেছিলেন রাত্রে বিয়ের আসরে হানা দিতে। পাত্রের বাড়িতে হাজির হয়ে পাত্রের বাবাকে পাননি। নিজেকে নিমন্ত্রিত অতিথির পরিচয় দিয়ে পাত্রের কাকাকে বলেন যে তিনি রামপুরহাট থেকে আসছেন। পাত্রের কাকা তাঁকে যথেষ্ট আপ্যায়ন করেন এবং কথায় কথায় ছেলের বিয়েতে কত পণ নেওয়া হয়েছে সে কথা ফাঁস হয়ে যায়। তখন নিমন্ত্রিত অতিথি নিজের পরিচয় প্রকাশ করেন। তৎক্ষণে ভয় পেয়ে পাত্রপক্ষের কর্তাব্যক্তিরা আত্মগোপন করেন। পরদিন সাগরদীঘি ব্লকের প্রগ্রেসিভ এ্যাসিসটেন্ট আঃ করীম তদন্ত করেন। ঘটনাটি এই থানার জিনদীঘি গ্রামের এবং পণ দেওয়া-নেওয়া বে-আইনী ঘোষণার পর পঃ বঙ্গে সম্ভবতঃ এই প্রথম। পাত্র-পাত্রী একই গ্রামের। পাত্র ও পাত্রীর বাবার নাম মাসিয়ার রহমান ও নুহু সেখ।

গরীব ও সম্বলহীন ব্যক্তিদের আইন অনুদান দেওয়া হবে

বিশেষ প্রতিনিধি : এই রাজ্যে বসবাসকারী গরীব ও সম্বলহীন ব্যক্তিদের আইন অনুদান (লিগাল এইড) দেওয়ার জন্য প্রতিটি জেলায় রাজ্য সরকার আইন অনুদান সমিতি গঠন করেছেন। আমাদের জেলাতেও এই সমিতি গঠিত হয়েছে। যাদের বাৎসরিক আয় ২,৪০০ টাকার উর্দ্ধে নয় তারাই কেবল এই অনুদান পাবার যোগ্য। ১৯৫০ সালের স্থল ও বিমানবাহিনীর এবং ১৯৫৭ সালের নৌবাহিনী আইন অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের বসবাসকারী কর্মরত অথবা অবসরপ্রাপ্ত প্রতিরক্ষা কর্মী বা তাদের পরিবারবর্গের জন্য উল্লিখিত আয় সীমা প্রযোজ্য নয়। পক্ষান্তরে জোরপূর্বক বিতাড়িত বা স্বেচ্ছায় চাকরি ছেড়ে চলে এসেছেন এমন প্রতিরক্ষা কর্মীরা আইন অনুদান গ্রহণের সুবিধা হতে বঞ্চিত হবেন।

নির্বাচন সংক্রান্ত মামলা বাদে সকল রকম দেওয়ানী মামলার ক্ষেত্রে আইন অনুদান দেওয়া যেতে পারে। যে কোন দেওয়ানী মামলার বাদী, বিবাদী, উচ্চতর আদালতের পূর্ণ বিচারপ্রার্থী, উচ্চতর আদালতে প্রতিবাদী, দরখাস্তকারী এবং প্রতিপক্ষরা আইন অনুদান পাবার যোগ্য। ফৌজদারী মামলার ক্ষেত্রে কোন বিচার আদালতে, ন্যায়পীঠ বা ট্রাইবুনালে, দায়রা আদালতে ও আপীল আদালতে যে সমস্ত লোক মৃত্যুদণ্ড বা পাঁচ বছর বা তার বেশী সময়ের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধে অভিযুক্ত হয়েছেন অথবা যার মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হয়েছে বা যার পাঁচ বছর বা বেশী সময়ের জন্য কারাদণ্ডের আদেশ হয়েছে সে সমস্ত লোকের ক্ষেত্রে এই আইন প্রযোজ্য হবে। আর আইন অনুদান পাবেন খোরপোষ বা ভরণপোষণ মামলায় যাঁরা ফৌজদারী কার্যবিধি বা অন্যান্য দেওয়ানী আইন অনুযায়ী খোরপোষ পাবার অধিকারী; বর্গাদার বা ভাগচাষ সংক্রান্ত মামলায় বর্গাদার বা ভাগচাষ সংক্রান্ত যে কোন

(চতুর্থ পৃষ্ঠায় দেখুন)

জেল থেকে কয়েদীর পলায়ন

বহরমপুর, ৮ এপ্রিল—গতকাল বহরমপুর সেনট্রাল জেল থেকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত জনৈক কয়েদী পালিয়ে গেছে। ওই দিন জেলের বাইরে কনস্টেবলের পাহারায় সে কাজে রত ছিল। সেই সময় সে প্রহরীকে ফাঁকি দিয়ে পালাতে সক্ষম হয়। প্রকাশ, কয়েদীর নিবাস বিহারে, পদবী ছত্রী। একটি খুনের মামলায় যাবজ্জীবন দণ্ডিত হলে চার বছর আগে তাকে এই জেলে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। পলাতক এই কয়েদীকে গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশ ব্যাপক তল্লাসী চালাচ্ছে।

নিমতিতায় কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১১ এপ্রিল—আজ নিমতিতায় এক শ্রমিক সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে কৃষি ও আইনমন্ত্রী আব্দুস সাত্তার বলেন, 'শ্রমিকদের ভাতকাপড়ের অভাবের সুযোগে তাদের নিয়ে কেউ ঘৃণ্য রাজনীতি করলে বর্তমান সরকার তা কোনো মতেই বরদাস্ত করবেন না।' আঃ সাত্তার তাঁর ভাষণে বলেন—ভূমিহীন ও গৃহহীনদের বাঁচাতে এই সরকার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছেন। এবং ২০ দফার প্রতিটি দফা রূপায়ণ হলে শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-যুব সবাই উপকৃত হবেন। সাত্তার সাহেব দৃঢ়তার সঙ্গে নেতাদের রাজনীতির সমালোচনা করে লুৎফল হকের নেতৃত্বে সমস্ত শ্রমিককে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। শ্রমিকনেতা সংসদ সদস্য হাজী লুৎফল হক তাঁর ভাষণে শ্রমিকদের ওপর কিছু কংগ্রেসী নেতার অত্যাচারের তীব্র নিন্দা করেন। তিনি বলেন, 'প্রাক্তন ওসি-র সাথে হাত মিলিয়ে যারা শ্রমিকদের ওপর শোষণ চালিয়েছে তাদের কোন মতেই ছেড়ে দেওয়া হবে না।' সভায় অন্যান্যদের মধ্যে ভাষণ দেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি আজিজুর রহমান, জেলা ছাত্র পরিষদ সভাপতি চিত্ত মুখার্জী, জেলা যুব কংগ্রেস সভাপতি তুষার নাগ প্রমুখ। সভায় সভাপতিত্ব করেন ডাঃ কালীকুমার গুপ্ত। পরে নিমতিতা হাই স্কুলে আনুষ্ঠানিকভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কার বিতরণ করেন কৃষিমন্ত্রী আব্দুস সাত্তার।

ফোন—অরঙ্গাবাদ—৩২

মৃণালিনী বিড়ি ম্যানুফ্যাকচারিং কোং (প্রাঃ) লিঃ

হেড অফিস—অরঙ্গাবাদ (মুর্শিদাবাদ)

রেজিঃ অফিস—২/এ, রামজী দাস জেঠীয়া লেন, কলিকাতা-৭

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১লা বৈশাখ বুধবার, সন ১৩৮৩ সাল।

১৩৮৩

'এসো হে বৈশাখ, এসো এসো'। কবি তোমায় দেখিয়াছেন দীপ্তচক্ষু শীর্ণ সন্ন্যাসীরূপে; তুমি যজ্ঞাসনে উপবিষ্ট। 'ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা' পুড়াইয়া ফেলার আগুন জ্বালিতে তুমি বদ্ধপরিকর; 'চৈত্রের চিতাভস্ম' উড়াইয়া তুমি 'ধূলায় ধূসর রুক্ষ', 'উড্ডীন পিঙ্গল জটাজাল' তোমার। যে 'বিষাণ ভয়াল' তোমার মুখে, তাহাতে যত অন্যায় অসত্যের হৃদকম্প জাগে।

নূতনের দূত বৈশাখ! মাঠ-ঘাট-প্রান্তর-দিগন্ত জ্বলিয়া-পুড়িয়া খাক হইতেছে। মাটির বুকে জাগে মরুতৃষা। প্রকৃতি যেন এক লেলিহান চিতাগ্নিতে। তোমার উষ্ণ নিঃশ্বাসে হা-হুতাশ, ধরাইতে অঙ্গজ্বালা। 'ত্রাহি ত্রাহি' রবের মাঝেও তুমি অনিবার্য ও নিষ্করুণ। কিন্তু তোমার এই বাহ্য আচরণের আড়ালে আছে করুণার দাক্ষিণ্য। একদিকে শুনি তোমার ধ্বংসের হুঙ্কার, অন্যদিকে সৃষ্টির আশীবচন।

কি পাইয়াছি, কি পাই নাই, তাহার হিসাব-নিকাশ চাহি না। যাহা পাইলাম, তাহাতেই কি পরিতৃপ্ত? আরও পাইলে ভাল হইত। 'তৃষ্ণৈকা তরুণায়তে'। যতই প্রাপ্তি, ততই আকাংখার প্রবৃত্তি। উভয় পক্ষ সমান হয় না।

বিরাশি সালের 'কান্না-হাসির দোল দোলান' মায়াকে আর মনের গভীরে ঠাঁই দিই না; কিংবা 'চৈত্র দিনের ঝরাপাতার পথে / দিনগুলি মোর কোথায় গেল'—বিরহাতির প্রশ্ন নাই। পুরাতন বিদায় লইয়াছে; নবীনের অভ্যুদয় ঘটিয়াছে, সঞ্চার করিতেছে আগামী দিনের কত আশা, কত আকাংখা। 'হৃদয় কাননে কত শত আশালতা শুখায়ে মরিল' খেদোক্তি নয়; অনাগত অপেক্ষমান, তাহার দ্বার উদ্ঘাটিত, তাহারই প্রতীক্ষা। অনিশ্চিত দুঃখদৈন্যের মর্মজ্বালা কিংবা স্নিগ্ধশান্তির ললিতবাণী যাহাই ঘটুক, বৈশাখ আশার এক কল্পলোক।

তিরাশি সালের পরিক্রমায় প্রথম পথিক তুমি বৈশাখ! তোমায় অভিনন্দন জানাই। তুমি সুখাবহ বা দুঃখাবহ যাহাই হও, তোমাকে বরণ করি। এই উপলক্ষে আমরা আমাদের পত্রিকার গ্রাহক-অনুগ্রাহক, বিজ্ঞাপনদাতা, পাঠক, শুভানুধ্যায়ী, পৃষ্ঠপোষক এবং মহকুমার গ্রাম-গঞ্জের সর্বস্তরের মানুষকে নব বর্ষের আন্তরিক প্রীতি-সম্ভাষণ, অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই।

ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ,
স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ।
স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ,
স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু॥
ওঁ স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি।

ভিন্ন চোখে ॥

বিশুদ্ধ শব্দ অথবা ধ্বনির জন্যে

প্রবহমানা নদীর কিনারে দাঁড়িয়ে নবীনা প্রিয়ার চুম্বনের পরশ পাই। আশ্চর্য সুন্দর এক আমেজ। কিন্তু কেমন করে বোঝাই সে কথা? হাতের কাছে তেমন কোনো বিশুদ্ধ অথবা পবিত্র শব্দ নেই। সব শব্দকেই মনে হয় কেউ ছুঁয়েছে। কেউ দু'হাতের তালু দিয়ে ছেনে নিংড়ে নিয়েছে রস। সব এঁটো। সকলই বাসি। অপাংক্তেয়। বাসি ফুলের মালা গেঁথে কি লাভ! কিংবা পুরোনো হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগিয়ে!

প্রিয়ার বর্ণনা কেমন হবে? কোন্ সে প্রিয়া? ফ্যানি ব্রাউন? হয়তো বা। তাই প্রায় দেড়শো বছর আগে কবি কীটস্ চেয়েছিলেন উজ্জ্বলের চেয়ে উজ্জ্বলতর এক শব্দ, সুন্দরের চেয়ে সুন্দরতর এক শব্দ। কিন্তু বিশুদ্ধ অথবা সত্য আবেগকে প্রকাশের মতন অক্ষত কুমারী শব্দের যোগান পাওয়া ভার। অথচ সমস্ত সংসার জুড়ে পিঁপড়ের মতন ব্যস্ততা। শব্দের জন্যে ভাবনা কিংবা ধ্বনির প্রতি কানপাতার অবকাশ নেই প্রায় কারুরই।

কিন্তু তবু তো নদী কথা বলে। পাখি গান গায়। বাসের গর্জন, প্রাইভেট কারের আর্তনাদ, লরি কিংবা টেম্পোর হুংকারের মধ্যেও অর্কেষ্ট্রার কনসার্ট। শুধু গ্রহণের মন কিংবা মনন এবং ধ্বনিকে ধরার উপযুক্ত শ্রবণ যন্ত্র চাই। তখন খেয়া নৌকোর মাঝি সালাম মিয়ার দাঁড়ের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ যেন আল্লারাখার তবলার বোল হয়ে যায়। এবং জল-ধোয়া বাতাসের পরশ রবি শংকরের সং প্লেইং শোনার আমেজ এনে দ্যায়। শুধু মনন এবং শ্রবণে অপেক্ষা করে থাকা শব্দ অথবা ধ্বনির জন্যে। সেই অক্ষত যৌবনা বিশুদ্ধ শব্দ অথবা ধ্বনি। নবীনা পাতার মতন যার শুদ্ধ রূপ। —সত্যানন্দ।

গ্রাম থেকে ফিরে :

চাই সেতু ও বেকারির সমাধান

॥ ১ ॥

সত্যনারায়ণ ভকত : আহিরণ বাস ষ্টেপেজে নেমে পূব দিকে এগিয়ে চলেছি। জঙ্গিপুর ব্যারেজের পাকা সড়ক ধরে কিছুটা গিয়ে বাঁ হাতে আলের রাস্তা। মাইল দেড়েক গেলেই গাঙ্গিন গ্রাম। মাঝে রাস্তাটাকে দু'ফালি করেছে ফিডার ক্যানেল। সূর্য তখন মাঝ আকাশে। গনগনে রোদ। মাঠে লোকজন চোখে পড়ছে না। মাথায় ভাবনার পোকাগুলোকে কুরে কুরে খাচ্ছে জলন্ত সূর্যটা।

ফিডার ক্যানেল গতি অবরোধ করল। কিছুক্ষণের জন্যে বসতে হল মাঝিদের আস্তানায়। ক্যানেলে যাত্রী পারাপারের জন্যে নৌকো আছে দুটো, গাড়ির জন্যে একটা। আগে দুটো ছিল, একটা ডুবে গিয়েছে। সারাদিনের জন্যে মাঝি আছে ৮ জন, রাত্রে ২ জন। এরা সারাদিন সারা রাত নৌকো চালায়। এদের মাথা ধরে না, স্যারিডন দরকার হয় না। ক্যানেলে গা ডুবায়, ভাতের সঙ্গে কাঁচা পেঁয়াজ আর টমেটো খায়। আশেপাশের কয়েকটা গ্রামের হাজার হাজার যাত্রীকে এরা রোজ পার করে। তবুও গ্রামবাসীদের ভীষণ অসুবিধা হয় পারাপারে, পয়সা পারবহণে। ফরাক্কা ব্যারেজের ঠিকাদার ঘাট চালায়। এখানে সকলের জন্যে দরকার ফিডার ক্যানেলের ওপর সেতুবন্ধন। জঙ্গিপুর মহকুমা শাসক কল্যাণ বাগচীর ভাষায় : জনসাধারণের দাবি যখন, তখন সেতু হওয়া অবশ্যই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু কে শুনছে বলুন। দায়িত্ব এবং কর্তব্য ফরাক্কা ব্যারেজের। কয়েক বছর আগে সেতুর জন্য ওপর মহলে লেখা হয়েছে। সুতী এক নম্বর ব্লকের বিডিও-ও চেষ্টা চালাচ্ছেন।

পৌনে এক ঘণ্টা পর ক্যানেল পার হয়ে এগিয়ে চল্লাম গাঙ্গিনের দিকে। সকলের কল্যাণে সেতু হোক বা নাই হোক, গ্রামবাসীরা কিন্তু সেতুর দাবিতে সরব। ফরাক্কা বাঁধের জন্যে তাঁরা যথেষ্ট ক্ষুব্ধ। তাঁরা বলেন, এটা তাঁদের কাছে অভিশাপ। কিন্তু অভিশাপকে যে আশীর্বাদের কাজে লাগানো যায়, সে কথা বোধ হয় কেউ ওঁদের বুঝিয়ে বলেনি।

গ্রাম গাঙ্গিনে ঢুকেই সরাসরি ধাক্কা খেলাম নতুন এক সমস্যার সঙ্গে। এখানে যা শুনলাম আগে কোথাও শুনিনি। সমস্যাটা প্রচ্ছন্ন বেকারির। আগে ছিল না, হালে হয়েছে। গাঙ্গিনের পরিবার সংখ্যা প্রায় ১৫০। ফরাক্কা বাঁধ প্রকল্প রূপায়ণের কাজে জমি চলে যাওয়ায় প্রায় ৬০ শতাংশ পরিবার ভূমিহীন হয়েছেন। রুজি-রোজগারের জন্যে এখন তাঁরা ট্রেনে ট্রেনে চানাচুর ইত্যাদি ফিরি করেন। নেতাজী আশ্রম চরকা সংঘ থেকে অন্নসংস্থান হয় ২৫ পরিবারের। অধিকাংশ পরিবারের পেশা চাষবাস। শিক্ষিত, অশিক্ষিত ও প্রচ্ছন্ন বেকারও গ্রামে রয়েছে। তা ছাড়াও আছে মজুর শ্রেণী। যাদের অবস্থা আর পাঁচটা গ্রামের মতই।

মানুষ যেমন জন্মেই বড় হয় না, গাঙ্গিনের বেকাররা তেমনি সকলেই আগে বেকার ছিলেন না। ফিডার ক্যানেল না হলে সেতুর প্রশ্নও উঠত না। গ্রামের পূবে পদ্মা, দক্ষিণে ভাগীরথী, পশ্চিমে ফিডার ক্যানেল। তারও পশ্চিমে বিস্তীর্ণ এলাকায় স্থায়ী বন্যার বীভৎস রূপ। সমস্যা সৃষ্টি যখন মানুষের, সমাধানের দায়িত্বও তখন মানুষকে নিতে হবে। চাই সেতু ও বেকারির সমাধান বলে শুধু দাবি তুললেই হবে না, সরকারী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ মহলে চাপ সৃষ্টি করতে হবে সাধারণ মানুষকে ও স্থানীয় প্রশাসনকে। নইলে দার্শনিক দাদাঠাকুরের 'ফর অক্কা'ই প্রতিধ্বনিত হবে কীর্তিনাশার কীর্তিতে, ভাগীরথীর স্রোতে, ফিডার ক্যানেলের ধার করা জলে অথবা বন্যা প্রপীড়িত প্রান্তরে।

তড়িতাহত হয়ে মৃত্যু

ধুলিয়ান, ১১ এপ্রিল—গতকাল সকালে স্থানীয় এক চায়ের দোকানদার তাঁর নিজের দোকানে তড়িতাহত হয়ে মারা গিয়েছেন বলে খবর।

খাদ্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রান্ত

বিশেষ প্রতিনিধি : মুর্শিদাবাদ জেলায় খাদ্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রান্ত হয়েছে গত ৩০ মারচ। এবার লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৮ হাজার মেট্রিক টন। সংবাদটি সদর মহকুমা তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তর সূত্রের। জঙ্গিপুর মহকুমা শাসক সূত্রে পাওয়া এক খবরে জানা গিয়েছে, লেভি আওতায় এবার এই মহকুমায় ২৯ মারচ পর্যন্ত ৮৭% ধান সংগৃহীত হয়েছে।

গৃহ নির্মাণ ও পুকুর সংস্কারের কাজ চলছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, রঘুনাথগঞ্জ : জঙ্গিপুর মহকুমা শাসক সূত্রে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ, মির্জাপুর শীতলতলায় একটি পুকুর সংস্কারের কাজ চালাচ্ছেন লুথারান ওয়ারলড্ সারভিস। এখানে একটি মাটির রাস্তা তৈরীর কাজও চলছে। সাহায্য সংস্থাটির প্রচেষ্টায় মির্জাপুরে ৭২টি ও সাগরদীঘিতে ৩০৪টি বাড়ী তৈরীর কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। এ ছাড়া বাঘাতে ২৬টি, বড়জুমলায় ৪০০টি এবং আহিরণে ১২২টির মধ্যে ৪০টি বাড়ী তৈরীর কাজে হাত দেওয়া হয়েছে।

প্রতিবাদ

জঙ্গিপুর কলেজ ছাত্র সংসদের পক্ষ থেকে অমিতাভ মজুমদার "আদায়-কারীর অশালীন আচরণ···" শীর্ষক সংবাদের প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছেন, উক্ত ঘটনাদির সঙ্গে আদায়কারীর কোন সম্পর্ক নেই।

রহস্যজনক অপমৃত্যু

রঘুনাথগঞ্জ, ৪ এপ্রিল—গতকাল পুলিশ এই থানার তেঘরি থেকে সুমিরা খাতুন (২০) নাম্নী জনৈকা গৃহবধূর মৃতদেহ আটক করে। সুমিরার শ্বশুর বাড়ীর তরফ থেকে জানানো হয় যে, উদ্বন্ধনে সে আত্ম-হত্যা করেছে। অপরদিকে বাপের বাড়ীর আত্মীয়স্বজনদের সন্দেহ, এটি একটি অস্বাভাবিক মৃত্যু। পুলিশী সূত্রে পাওয়া খবরে প্রকাশ, মৃতদেহের কনুই এবং পিঠে আঘাতের চিহ্ন দেখা গেছে। পরশু রাত্রে এবং গতকাল সকালে সুমিরাকে প্রহার করা হয়। ময়না তদন্তের জন্য মৃতদেহটি মর্গে পাঠানো হয়েছে।

রাজস্ব আদায় বেড়েছে

বিশেষ প্রতিনিধি, ৫ এপ্রিল—চলতি বাঙলা বছরের ১৫ চৈত্র পর্যন্ত জঙ্গিপুর মহকুমায় রাজস্ব আদায় বেড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ১০,৪৭,৬০৪·২২ টাকা। ১৩৮১ সালের ওই সময় পর্যন্ত সংগ্রহ হয়েছিল ৬,৯২,৬৪৫·৪৮ টাকা। রাজস্ব খাতে সংগ্রহের ব্যাপারে এবার মহকুমার ৭টি ব্লকেই ভালো কাজ হয়েছে। তবে ঋণ আদায়ের কাজ মোটেই আশানুরূপ নয়। এ বছর ওই খাতে মাত্র ২২% আদায় হয়েছে। আদায়ীকৃত ঋণের অঙ্ক ৭,৭৭,৬০৯·৮০ টাকা। বিশেষ সাক্ষাৎকারে খবরটি দিয়েছেন জঙ্গিপুর মহকুমা শাসক কল্যাণ বাগচী।

জেলা তথ্য দপ্তরের খবর

অন্যান্য বছরের মত এবারও বেলডাঙ্গা বি ডি ও অফিস সংলগ্ন আম-বাগানে বৈজ্ঞানিক পন্থায় উন্নত সংকর জাতের গো ও গোবৎস প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এতে সংকর জাতীয় গাভী, বাছুর, বলদ, এঁড়ে বাছুরসহ প্রায় ৩০০ গবাদি পশুর সমাবেশ হয়। প্রদর্শনীর উদ্বোধন ও পুরস্কার বিতরণ করেন মুর্শিদাবাদের অতিরিক্ত জেলা শাসক টি কে বোস।

স্বল্প সঞ্চয় অভিযানে কৃতিত্ব

১৯৭৫-৭৬ সালে স্বল্প সঞ্চয় অভিযানে কৃতিত্ব প্রদর্শন করায় জঙ্গিপুরের নবকুমার ঘোষালকে সরকারীভাবে অভিনন্দিত ও পুরস্কৃত করা হয়েছে।

বালিকার সলিল সমাধি

রঘুনাথগঞ্জ, ১২ এপ্রিল—গতকাল বালিঘাটা পল্লীর ব্রজেন ঘোষের বার বছরের মেয়ে ভাগীরথীতে স্নান করতে গিয়ে সাঁতার কাটার সময় তার মায়ের সামনে ডুবে যায়। এ খবর লেখা পর্যন্ত তার দেহ পাওয়া যায়নি।

সড়ক দুর্ঘটনায় ১ জন নিহত

ফরাক্কা, ৫ এপ্রিল—গতকাল জাতীয় সড়কের জিগরীতে একটি গরু গাড়ীকে চলন্ত একটি ট্রাক ধাক্কা মারলে একজন গরুগাড়ী আরোহীর মৃত্যু ঘটে এবং অপর একজন জখম হয়। ধাক্কা মারার পর ট্রাকচালক পালিয়ে যায়। জনতার প্রহারে ক্লীনার গুরুতরভাবে আহত হয়।

জীবাণু সার

এ্যাজোটোব্যাকটর

পাট চাষের খরচ কমায় ফলন বাড়ায়

মাইক্রোবস্ ইণ্ডিয়া

৮৭, লেনিন সরণী, কলিকাতা-১৩

মণীন্দ্র সাইকেল ষ্টোরস্

রঘুনাথগঞ্জ

হেড অফিস—সদরঘাট

ব্রাঞ্চ—ফুলতলা

বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস, ক্রয়ের নিভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

ময়না বিড়ি ওয়ার্কস্

খেতে ভাল ★রেখা বিড়ি

★মুক্তা বিড়ি ★নুরুল বিড়ি

ফোন—২৩

ধুলিয়ান, মুর্শিদাবাদ

ট্রানজিট গোডাউন

ডালকোলা (ফোন—৩৫)

সকল প্রকার ঔষধের জন্য

নির্ণয় ও নিরাময়

রঘুনাথগঞ্জ ★ মুর্শিদাবাদ

ফোন নং : আর,জি,জি ১৯

এখন দুর্গাপুর সিমেন্ট

২১·৫০ পঃ মূল্যে

পাওয়া যাচ্ছে

মাঙ্গিলাল মুন্দ্রা (ষ্টকিষ্ট)

জঙ্গিপুর ফোন—২১

সৌজন্যে : মুন্দ্রা বস্ত্রালয়

জঙ্গিপুর ফোন—৩৯

১নং পাটনা বিড়ি, ১নং আজাদ বিড়ি

সিনিয়র রুস্তম বিড়ি

বঙ্গ আজাদ বিড়ি ফ্যাক্টরী

পোঃ ধুলিয়ান (মুর্শিদাবাদ)

সেলস্ অফিস : গৌহাটি ও তেজপুর

ফোন : ধুলিয়ান—২১

চুরির হিড়িক

নিজস্ব সংবাদদাতা, মির্জাপুর : রঘুনাথগঞ্জ থানার এই গ্রামে ৩১ মারচ অর্জুন মণ্ডল, সীতানাথ মণ্ডল ও গাজল মণ্ডলের বাড়ীতে, ১ এপ্রিল গনকর গ্রামের ঘুতু মণ্ডলের বাড়ীতে, ২ এপ্রিল মির্জাপুরের রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল ও অমলকৃষ্ণ মণ্ডলের বাড়ীতে, ৩ এপ্রিল খোজারপাড়া বাগানের চায়ের দোকান ও দক্ষিণপাড়ার রোকন হোসেনের বাড়ীতে এবং ৪ এপ্রিল মির্জাপুর অমলাকুড়ির অশোক মণ্ডলের বাড়ীতে চোরের দল হানা দিয়ে খাদ্য-দ্রব্য ও কলসী থেকে আরম্ভ করে মুরগী ও গরু নিয়ে পালিয়ে যায়। একটি ক্ষেত্রে কেবল গৃহস্বামী জেগে গেলে চোরেরা পালিয়ে যায়। পর পর পাঁচ দিন এই অঞ্চল চোরদের নৈশ অভিযানে গ্রামবাসীদের মধ্যে আতংক দেখা দিয়েছে।

মহাবীর জন্ম-জয়ন্তী

অরঙ্গাবাদ, ১২ এপ্রিল—স্থানীয় জৈনভবনে ভগবান মহাবীরের জন্ম-জয়ন্তী পালিত হয়। শ্রীভোলাক্ষ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ও অধ্যাপক নৃপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য যথা-ক্রমে সভাপতি, প্রধান অতিথি ও প্রধান বক্তার আসন গ্রহণ করেন। সভায় ভগবান মহাবীরের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়।

বিশেষ ঘোষণা

গ্রামীণ কবিদের পরিচিতি সম্বলিত মৌলিক কবিতা-সংকলন শীঘ্রই কোলকাতা থেকে প্রকাশিত হবে। কবিতা পাঠান ও ২৫ পয়সার ডাক-টিকিটসহ নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন। —বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়, সাংবাদিক, দরবেশপাড়া রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

একজন খুনীর যাবজ্জীবন ও চারজন ডাকাতের চার বছর করে সাজা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বহরমপুর: ১৯৭৩ সালের ২০ আগষ্ট রাত্রে বহরমপুর থানার ৪টি গ্রামে ডাকাতির চেষ্টায় সারগাছির উপকণ্ঠে চর মৌলা গ্রামে সশস্ত্র জমায়েতের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় জজ কোর্টের সহকারী সেসন জজ ৩০ এপ্রিল চারজন ডাকাতকে ফৌজদারী দণ্ডবিধির ৩৯৯ ও ৪০২ ধারায় চার বছর করে সশ্রম কারাদণ্ডাদেশ দেন। ঘটনার দিন ভি আর পারটি সাহসিক তার সঙ্গে দুই দিক থেকে ডাকাতদের জমায়েতে আক্রমণ চালান এবং বোমা, পাথর, ছোরা ইত্যাদি সমেত ডাকাতদের ধরে পুলিশের হাতে সমর্পণ করেন। বিচারপতি তাঁর রায়ে ভি আর পারটির প্রশংসা করেন।

অপর এক সংবাদে প্রকাশ, জঙ্গিপুর মহকুমার সামসেরগঞ্জ থানার নতুন মালঞ্চ গ্রামে খুনের অভিযোগে ধৃত একজন আসামীকে জজ কোরটের সেসন জজ ৩০ এপ্রিল ৩০২ ধারায় দোষী সাব্যস্তে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দেন।

গরীব ও সম্বলহান ব্যক্তিদের আইন অনুদান দেওয়া হবে

(প্রথম পাতার পর)

মোকর্দ্দমা এবং আপীল বর্গাদার বা ভাগচাষীর পক্ষে বা বিপক্ষে হবে এবং তৎসংক্রান্ত ফৌজদারী কার্যবিধির ১৪৪ ধারা মতে যে সব মোকর্দ্দমা বর্গাদার বা ভাগচাষীর বিরুদ্ধে হবে। এক্ষেত্রে বর্গাদার বা ভাগচাষীরা আইন অনুদান পাবে। আবার ফৌজদারী ও খোরপোষ বা ভরণপোষণ মামলায় যে ক্ষেত্রে এক পক্ষ আইন অনুদান পাবে সেই মামলায় অপর পক্ষ আইন অনুদান পাবে না।

আইন অনুদান গ্রহণেচ্ছু দরখাস্তকারীর নিজের বক্তব্য সাদা কাগজে লিখে, বক্তব্যের সপক্ষে যদি কোন প্রমাণপত্র থাকে তাহলে তার উল্লেখ করে সম্পূর্ণ কারণ দেখিয়ে জেলা কালেকটরেটে সদস্য-সম্পাদক 'মুর্শিদাবাদ জেলা আইন অনুদান (লিগাল এইড) সমিতি' বরাবরে আবেদন করতে হবে। দরখাস্তকারীকে তাঁর দরখাস্ত প্রথমে মহকুমা শাসক ও উন্নয়ন সংস্থাধিকারিকদের কাছে জমা দিতে হবে। যাঁরা আইন অনুদান পাবেন, তাঁদের ক্ষেত্রে যদি দেখা যায় কোন প্রকার অযৌক্তিক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়েছেন অথবা তিনি পরবর্ত্তীকালে কোন সম্পত্তির অধিকারী হয়েছেন অথবা মামলা বিষয়ে অনিচ্ছা প্রকাশ পেয়েছে অথবা তাঁর মাসিক আয় ২০০ টাকার বেশী হয়েছে, তা হলে আইন অনুদান সমিতি যে কোন সময়ে আইন অনুদান দেওয়া বন্ধ করে দিতে পারেন।

দাদাঠাকুরের ৯৫তম জন্ম-জয়ন্তী

নিজস্ব সংবাদদাতা, রঘুনাথগঞ্জ, ১৪ এপ্রিল— আগামী ১৩ বৈশাখ দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র পণ্ডিত মহাশয়ের ৯৫তম জন্ম-জয়ন্তী পালন করা হবে জঙ্গিপুর সংবাদ ও পণ্ডিত প্রেসের তরফ থেকে। এই উপলক্ষে ওই দিন এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে।

বাসন্তী পূজা

অরঙ্গাবাদ, ১০ এপ্রিল—ভারত সেবাশ্রম অনুমোদিত স্থানীয় হিন্দু মিলন মন্দিরে বাসন্তী পূজা উপলক্ষে ৭ এপ্রিল হ'তে চারদিনব্যাপী আড়ম্বরের সঙ্গে দেবীর শক্তি সাধনার বিভিন্ন দিক নিয়ে বিভিন্ন বক্তা অভিমত ব্যক্ত করেন। দেবীপূজা যজ্ঞ-হোম প্রভৃতিতে অংশ গ্রহণ করেন ভারত সেবাশ্রমের স্বামীজীরা।

রামকৃষ্ণ মিনি বাস সারভিস

রঘুনাথগঞ্জ হইতে বহরমপুর

ভায়া মোরগ্রাম

—: ছাড়ার সময়-সূচী :—

রঘুনাথগঞ্জ	বহরমপুর
সকাল— ৭-৪৫ মিঃ	সকাল—১০টা
বেলা—১২-৪৫ মিঃ	বৈকাল—৪-৪৫ মিঃ

আর কয়লা ব্যবহারের প্রয়োজন নেই

ধোঁয়াহীন জ্বালানী আজই ব্যবহার করুন

- এতে ধোঁয়া একেবারেই হয় না।
- আঁচও বেশ জোরালো এবং বহুক্ষণ স্থায়ী হয়।
- কয়লা ভাঙ্গার কোন ঝামেলাই থাকে না।
- রান্নার সরঞ্জামে কালো দাগ লাগার কোন প্রশ্নই উঠে না।
- হ্যাঁ, ঘরও বেশ পরিচ্ছন্ন থাকে।
- এর ব্যবহার ঠিক কয়লার মতই সহজ।
- ★ রান্নার পর জ্বলন্ত অবস্থায় এগুলোকে চিমটে দিয়ে তুলে ঠাণ্ডা করে রাখলে পরদিন আবার ব্যবহার করতে পারা যায়।

প্রস্তুতকারক—মডার্ণ ব্রিকেট্ ইনডাস্ট্রিজ

মিঞাপুর

রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

জবাকুসুম

তেল মাখা কি ছেড়েই দিলি?

তা কেন, দিনের বেলা তেল মেখে ঘুরে বেড়াতে অনেক সময় অসুবিধা লাগে।

কিন্তু তেল না মাখলে চুলের যত্ন নিবি কি করে?

আমি তো দিনের বেলা অসুবিধা হলে রাত্রে শুতে যাবার আগে ভাল করে জবাকুসুম মেখে চুল আঁচড়ে শুই।

জবাকুসুম মাখলে চুল তো ভাল থাকেই ঘুমও ভারী ভাল হয়।

সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস,
কলিকাতা, নিউ দিল্লী

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।